নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন

আসাদ বিন হাফিজ

নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন

আসাদ বিন হাফিজ

মেধা বিকাশ প্রকাশন
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.nagorikpathagar.org

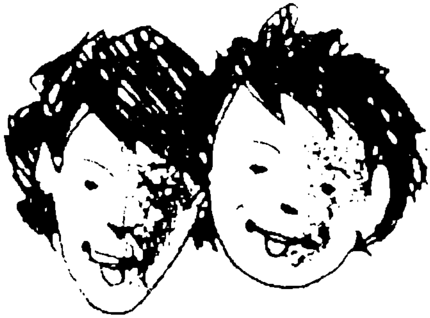

নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন

আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশক

রাকিবুল হাসান রুমি

মেধা বিকাশ প্রকাশন

বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: জুলাই' ১৯৯২

চতুর্থ মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : হামিদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ:

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা

PPBN-109

ISBN-984-31-1426-0

মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র

Natoun Prithibir Shapna [Dream of New World] Written by Asad bin Hafiz, Published by Medha Bikas Prokason, Bara

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

সূর্যের কক্ষে ছোট্ট একটি গ্রহ- পৃথিবী। ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি জ্বলছে নিশিদিন। এ পৃথিবীর বিশাল বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে মানুষের মস্ত পরিবার। এ পরিবারের মানুষেরা আজ বড় দুঃখে আছে, আছে কষ্টে। অভাব আর দারিদ্র হয়েছে তাঁদের নিত্য সাথী। তাঁদের বুক জুড়ে ব্যথার ঢেউ। দুঃখের নদীতে সাঁতরে মরছে অসংখ্য বনি আদম। চারদিকে অশান্তি- চারদিকেই যুদ্ধ আর ধ্বংস। দুর্বল মানুষেরা হচ্ছে নির্যাতীত। অসহায় মজলুমের কান্না গুমরে মরছে বাতাসে। কিন্তু কেন এ অশান্তি? কেন এত দুঃখ আর দারিদ্র? কেন মানুষের বুক জুড়ে সুখ নেই- মুখে নেই হাসি? অথচ আল্লাহর ভাষায় মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত- সৃষ্টির সেরা জীব? দুনিয়ার সবকিছু বানানো হয়েছে কেবল মানুষেরই জন্যে।

আজ তাই ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, সব মানুষের একান্ত কামনা এক টুকরো সুখ, একটু আনন্দ, একটু শান্তি। মানুষের এ চাহিদা কেবল আজকের নয়, চিরকাল মানুষ সুখী সুন্দর একটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নীল পৃথিবী পাওয়ার কি কোন পথ নেই? সীমাহীন এ দুর্গতির মধ্যেই কি অনন্তকাল বাস করবে মানুষ? এ অশান্তি ঘুচবে কবে, কিভাবে?

আজকে যারা কচি-কিশোর আগামী দিনের পৃথিবীটা তাদেরই। তাই অনাগত পৃথিবীটা সুন্দর হোক এ আশা তাদের প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে পৃথিবী গড়তে হলে কচি- কিশোরদের হতে হবে উদ্যমী। তাদের জানতে হবে অনেক কিছু, করতে হবে অনেক কাজ।

আমরা জানি, শিশু-কিশোরদের মনে থাকে জানার অদম্য কৌতুহল। এ কথা স্মরণ রেখেই তাদের জন্য এ বইয়ে এমন কিছু কথা বলা হয়েছে যা মানব মনের চিরন্তর প্রশ্ন। আমি কে? কে আমাকে সৃষ্টি করেছে? কেন করেছে? পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন? এত অশান্তি কেন? হানাহানি, মারামারি কেন? এর কি কোন শেষ নেই? আমার কি কোন দায়িত্ব নেই? এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে এ বইতে। এ বই পড়ে শিশু-কিশোরদের মনে জাগুক সুন্দর এক পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন।

যে পৃথিবীতে থাকবেনা কোন শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন-থাকবেনা দুঃখ-কষ্ট, থাকবেনা অভাব ও দারিদ্র। দুঃখী মানুষের মুখে আবার ফুটে উঠবে হাসি- আবার মানুষ খুঁজে পাবে মুক্তির পথ।

জীবনে নেমে আসবে সফলতা- যে সফলতা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে করে তুলবে আরো মধুময়। প্রথম সংস্করণের মত এবারও আশা করি বইটি শিশু-কিশোরদের ভাল লাগবে। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

আসাদ বিন হাফিজ

www.nagorikpathagar.org

সূচী

পৃথিবীটা কার ?	৫
মালিকানা কয় জনের?	১১
নিয়মের দুনিয়া	১৭
মুক্তির পথ	২১
আইনের কথা	২৩
অন্যরকম আদালত	২৬
ভিন্ন রকম কারাগার	২৮
অন্তহীন পুরস্কার	৩০

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীটা কার?

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এই ঢাকা শহরের আরো একটা চমৎকার নাম আছে। মিসরকে যেমন বলা হয় পিরামিডের দেশ, জাপানকে সূর্যোদয়ের দেশ, তেমনি ঢাকা শহরকে বলা হয় মসজিদের শহর। রোজ ভোরে মুয়াজ্‌জিনের আজানে এখানে ঘুম ভাঙে মানুষের। শুধু ঢাকা শহর নয়, ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা বাংলাদেশের কাজল গাঁয়ের বুকে ছড়িয়ে আছে এমনি অনেক অনেক মসজিদ।

তোমরা যারা ঢাকায় আছো তারা নিশ্চয় বায়তুল মোকার্‌রম মসজিদ দেখেছো। বায়তুল মোকাররম হচ্ছে বাংলাদেশের সবচে বড় মসজিদ। আচ্ছা, আমি যদি বলি- এ বায়তুল মোকাররম মসজিদ কিংবা তোমাদের গাঁয়ের মসজিদটি আছে তা কেউ কোন দিন বানায়নি।

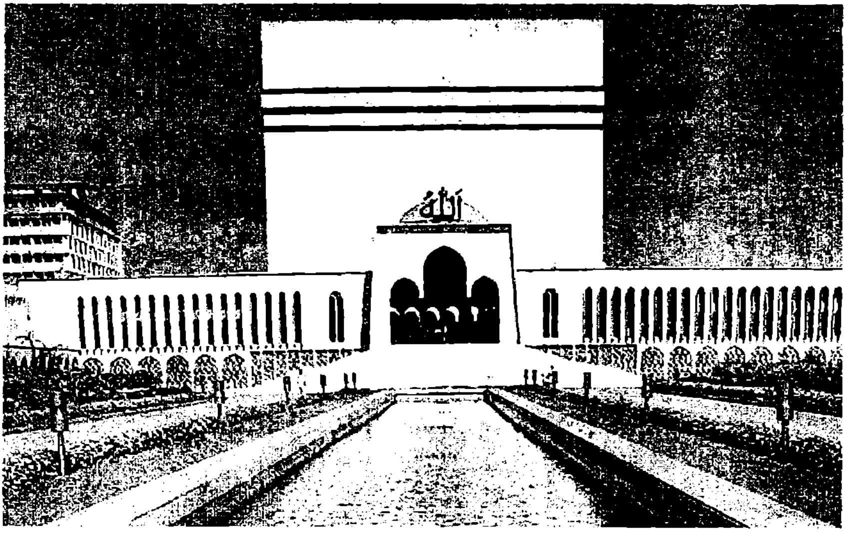

www.nagorikpathagar.org

এক রাতে সবাই ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে সুন্দর একটি মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের বুকে। তেমনি যারা ঢাকা শহরে ছিল, তারা ঘুম থেকে জেগে দেখলো শহরের ঠিক মধ্যিখানে সাত তলা এক বিরাট মসজিদ। আর চারপাশে, ঢাকা শহরের বিশাল বুক জুড়ে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট অনেক মসজিদ। তোমরা কি আমার গল্পটি বিশ্বাস করবে?

বাংলাদেশের বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দরটি কোথায় আছে বলতে পারো? হ্যাঁ, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের আরো কয়েকটি নাম আছে। যেমন চাঁটগা, চট্টলা এইসব। একসময় এই চট্টগ্রামকে বলা হতো ইসলামাবাদ। ইসলামাবাদের এই সামুদ্রিক বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে আসে পবিত্র ইসলাম। সেই সুদূর আরব থেকে নাবিকরা সাগর পথে বাংলাদেশের সাথে সওদাগরী করতো। ইসলামের প্রচারকগণ সেইসব সওদাগরী জাহাজে চড়েই বাংলাদেশে আসেন।

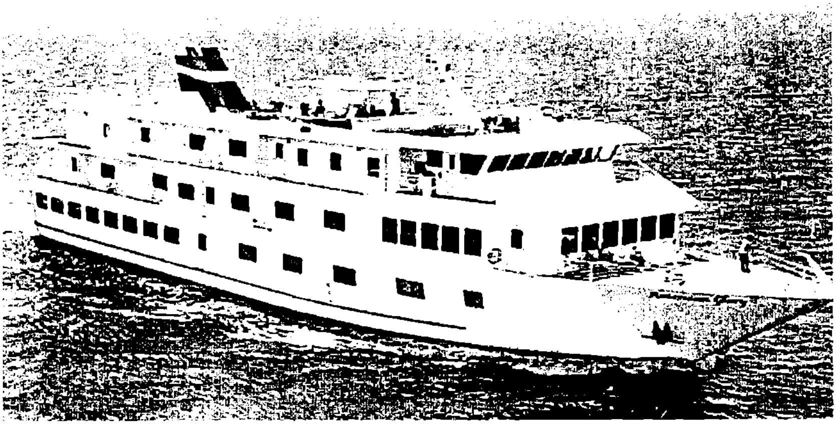

জাহাজ থেকে পয়লা তারা নামেন চাঁটগাতে। তারপর ছড়িয়ে পড়েন হাটে, মাঠে, ঘাটে- বাংলাদেশের সবখানে।

www.nagorikpathagar.org

আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের বলি-এ বন্দরটি কেউ বানায়নি। এমনিতেই একদিন বন্দরটি নিজে নিজে গড়ে উঠেছে। আপনা আপনিই এখানে সারা দুনিয়া থেকে চমৎকার সব জিনিসপত্র আসে। এসব কেউ নিতেও আসেনা। আমার এ গল্প কি তোমরা বিশ্বাস করবে?

তোমরা তো সবাই জানো, আদমজীতে আছে এশিয়ার সেরা পাটকল, ঘোড়াশালে আছে সবচে বড় সারকারখানা। মনে করো, কোন এক ছুটিতে তোমার বড় চাচা বা মামা, তোমাদের নিয়ে গেলেন সে কারখানা দেখাতে।

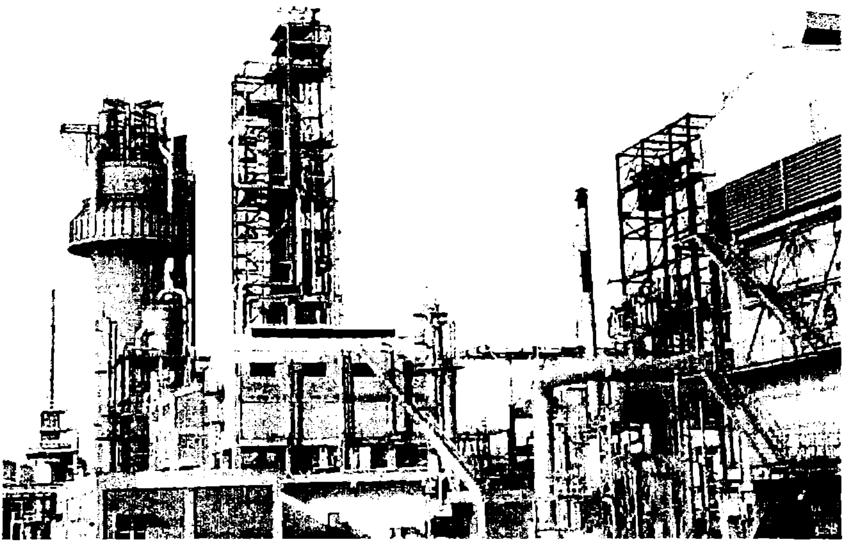

তিনি তোমাদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন, তুমি নিশ্চয় জানতে চাইবে কারা, কখন, এ বিরাট কারখানা বানিয়েছিল? তোমার চাচা যদি বলেন, কেউ এ কারখানা বানায়নি; কয়েকশো বছর আগে হঠাৎ একদিন আপনা থেকেই এ কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে। তারপর কোন কর্মচারী বা শ্রমিক ছাড়াই নিয়মিত

www.nagorikpathagar.org

কারখানা থেকে চমৎকার সব জিনিসপত্র তৈরী হয়ে আসছে। আর মানুষের সহযোগিতা ছাড়াই এসব জিনিসপত্র দেশের সবখানে পৌঁছে যাচ্ছে- এ ধরনের গল্প কি তোমাদের বিশ্বাস হবে?

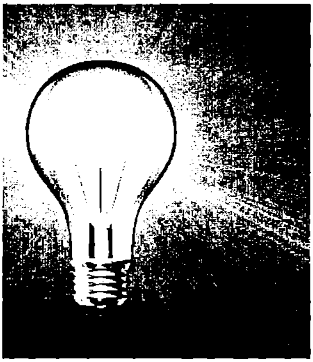

তোমরা বিজলী বাতি দেখেছো। কেউ যদি তোমাদের বলে, এসব বিজলী বাতি কোন মানুষ বানায়নি এবং এসব কোন মানুষ চালায়ও না। সন্ধ্যা হলে এসব বাতি আপনা আপনি জ্বলে ওঠে আর ভোর হলে এমনিতেই নিভে যায়। এর জন্য কাউকে কিছু করতে হয়না এমনকি কোন সুইচ টেপারও দরকার হয় না, তোমরা নিশ্চয়ই তার কথাকে হেসেই উড়িয়ে দেবে!

তাহলে আর একটু চিন্তা করে দেখো তো- ছোট একটা মসজিদ, সামান্য একটা দোকান, মামুলি একটা কারখানা, এমনকি তুমি যে চেয়ারটিতে বসো বা তুমি যে কলমটি দিয়ে লেখো এসব ছোটখাট একটা জিনিসও যদি আপনা আপনি তৈরি হতে না পারে, তবে, এই যে মাথার উপর সীমাহীন নীল আকাশ, পায়ের নীচে বিশাল দুনিয়া, যেখানে রোজ ভোরে সূর্য ওঠে, রাত হলে শাপলা ফুলের মতো আসমান ভরে থাকে তারায় তারায়, মিটিমিটি চাঁদ হাসে, ঝিরিঝিরি বাতাস বয়, বাগানে বাগানে ফোটে ফুল, গাছগাছালি ভরে থাকে হরেক রকম ফল-মূলে, মাঠে মাঠে অনেক ফসল- এসব কি এমনিতেই হয়?

তোমাদের মন বলবে না। তোমাদের বুদ্ধি বলবে না। তুমি বলবে; না, এ হতে পারে না। এসব কিছুর পিছনে রয়েছে এক মহান স্রষ্টার হাত। যিনি খুব শক্তিমান এবং জ্ঞানবান। দুনিয়ার

www.nagorikpathagar.org

সবকিছু তার কুদরতের নিশানা। বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন, মানুষের শরীরে আছে পরিমাণ মত লোহা, গন্ধক, কয়লা, ক্যালসিয়াম, লবণ, এইসব নানা রকম পদার্থ। যদি কোন বৈজ্ঞানিক এসব জিনিস পরিমাণ মত একসাথে করে কখনো একজন মানুষ বানাতে চেষ্টা করে, তবে সে কি সফল হবে? তোমরা নিশ্চয়ই বলবে, কিছুতেই তা সম্ভব নয়।

তাহলে, এই যে দুনিয়া জোড়া এতো মানুষ প্রতিদিন হাঁটছে, চলছে, নানা রকম কাজকর্ম করছে, তারা এলো কোথা থেকে? এর পিছনে খুব বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী স্রষ্টার হাত রয়েছে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারো? তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো- কে তোমাদের এত সুন্দর করে বানিয়েছে। তোমাদের হাত, পা, চোখ, কান, নাকসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক ঠিক জায়গায় কে অমন সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিয়েছে। সবারই দুটো হাত, দুটো চোখ, একটি করে নাক, মুখ, কান, অথচ একজন থেকে আর একজন কেমন আলাদা! আলাদা তাদের দেহের গড়ন, এমনটি আলাদা একজন থেকে অন্যজনের গলার আওয়াজ পর্যন্ত। বলতে কি, আপন দুই

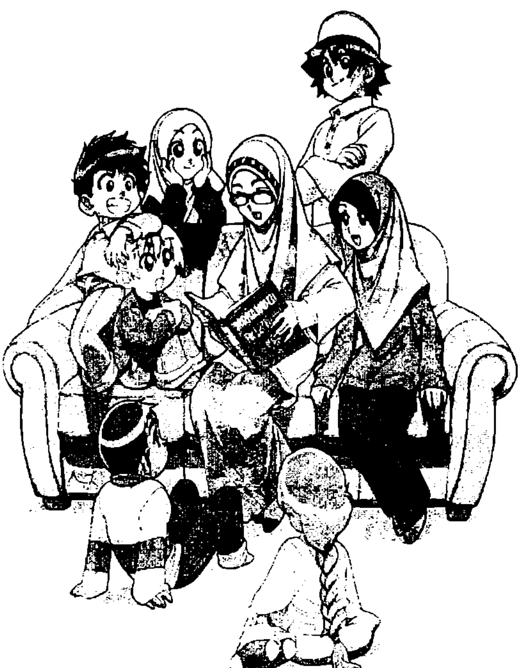

www.nagorikpathagar.org

ভাইয়ের চেহারা পর্যন্ত ঠিক একই রকম হয় না। এত কিছু দেখার পরও যদি কেউ বলে, আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ- সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়া জাহান, কোন শক্তিশালী মহাজ্ঞানী স্রষ্টা বানায়নি এসব- তবে তাকে আহাম্মক ছাড়া আর কিইবা বলার আছে!

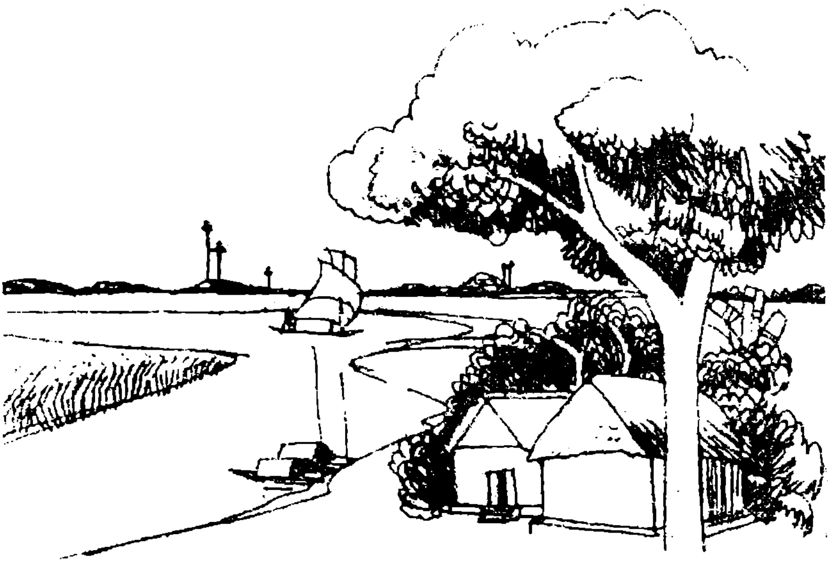

আমার সাথে একমত হয়ে তুমিও নিশ্চয় বলবে, স্রষ্টা ছাড়া যখন ছোটখাট কোন কিছুই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, তখন এ দুনিয়ারও একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি বানিয়েছেন আসমান জমিন। বানিয়েছেন আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব। তিনিই আমাদের জীবন দিয়েছেন। অতীতেও যত মানুষ এসেছিল দুনিয়ায়- তাদের তিনিই পাঠিয়েছিলেন। ভবিষ্যতেও তিনিই পাঠাবেন। তিনিই আল্লাহ। আমাদের মহান প্রভু। তিনি চিরকাল আছেন। তিনি চিরকাল থাকবেন। তিনি সবকিছু পয়দা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

মালিকানা কয় জনের?

এক ঈদের দিন। তোমরা হয়তো কাক ডাকা ভোরে উঠে গোসল করলে। গায়ে খোশবু মেখে নতুন নতুন জামা কাপড় পরলে। তারপর সবাই মিলে চলে গেলে ঈদগাহে।

নামাজ যখন শুরু হলো- দেখা গেলো সামনে দু'জন ইমাম দাঁড়িয়ে। একজন যখন রুকুতে গেলেন আর একজন তখনও খুব জোরেশোরে কেরাত পড়ছেন। কিংবা ধরো, একজন যখন মোনাজাত করছেন আর একজন তখনও সালামই ফেরাননি। তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? নিশ্চয়ই খুব বিশৃংখলা দেখা দেবে। ভীষণ গণ্ডগোল হবে। এমন কি এ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি হওয়াও বিচিত্র নয়। ফলে, ঈদের আনন্দটাই যাবে মাটি হয়ে। সবচে বিপদের কথা, ইমাম একজন না হলে যে তোমরা নামাজই পড়তে পারবে না।

তোমরা কি কোনদিন এমন আজগুবি খবর শুনেছ যে, একই স্কুলে দু'জন হেডমাষ্টার আছেন?

www.nagorikpathagar.org

যদি তোমাদের স্কুলেই দু'জন হেডমাষ্টার থাকতেন তাহলে কেমন হতো? একদিন এক হেডমাষ্টার হয়তো বলতেন, কাল স্কুলে পরীক্ষা হবে। অন্যজন বলতেন-না, কাল স্কুল বন্ধ থাকবে। তখন তোমাদের অবস্থাটা কি হতো? এভাবে একই রাষ্ট্রে দু'জন প্রেসিডেন্ট বা একই সেনাদলে দু'জন সেনাপ্রধানের নামও তোমরা নিশ্চয় কোনদিন শোননি।

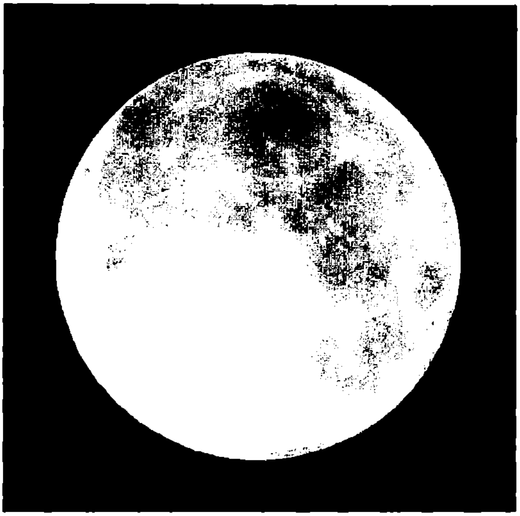

সাত সাতটি মহাদেশ নিয়ে আমাদের এ পৃথিবী। এক একটি মহাদেশে আছে আবার অনেক অনেক দেশ। এর কোনটি হয়তো বড় কোনটি আবার ছোট। এই যে আমাদের বাংলাদেশ এর চেয়ে পাঁচগুণ, দশগুণ এমনকি বিশগুণ বড় দেশও আছে এই পৃথিবীতে। তাই বলে সে সব দেশে কি বিশজন প্রেসিডেন্ট বা বিশজন প্রধানমন্ত্রী থাকেন? নিশ্চয়ই না। সুন্দর, সুষ্ঠুভাবে, শৃংখলার সাথে কোন কাজ করতে হলে দায়িত্ব একজনের হাতেই দিতে হয়। সহজ বুদ্ধিতেই এ কথাটা বুঝা যায়।

এ সোজা কথাটা মনে রেখে এসো আমরা দুনিয়ার দিকে একবার তাকাই। এই যে আসমান, যেখানে রোজ রোজ নিয়ম

www.nagorikpathagar.org

মতো সূর্য উঠে আবার ডুবে যায়। চাঁদ হাসে আবার হারিয়ে যায়। পৃথিবীর চেয়ে কয়েকশো গুণ বড় বড় তারার দল মিটিমিটি তাকিয়ে থাকে নিঝুম রাতে, দিনের বেলা যাদের কোন খবরও পাওয়া যায় না। এ আকাশ, তারা আর পৃথিবীর মাঝে দেখা যায় এক চমৎকার একতা ও নিয়মনীতি। সবাই যে যার পথে এগিয়ে চলেছে। চাঁদ কোনদিন পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায় না। সময় হলে একদিনও সূর্য মামা ঘুমিয়ে থাকে না। তারকার দল কোনদিন তার পথ থেকে সরে দাঁড়ায় না। নিজের কাজে কেউ গাফলতি দেখায় না। নিয়ম মতো দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন আসে।

আকাশের দিক থেকে চোখ ফেরাও জমিনের দিকেও। বাতাস তার আপন কাজে ব্যস্ত। পানি আমাদের পিপাসা মিটায়। জমিন জোগায় আমাদের খাবার-দাবার। ফুল দেয় আনন্দ, পাখ-পাখালী শোনায় গান। সবাই নিজ নিজ কাজে মশগুল। সকলেই নিজস্ব নিয়মের অধীন। আগুন, পানি, বাতাস, মাটি সবই আমাদের বাঁচার সাথী। সকলের মিলিত সাহায্য আর সহযোগিতা ছাড়া আমরা এক মূহূর্তও বাঁচতে পারবো না।

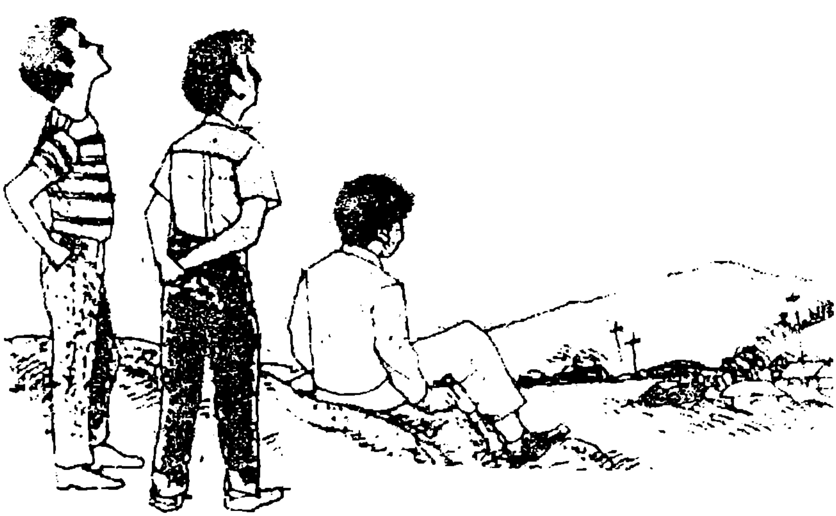

www.nagorikpathagar.org

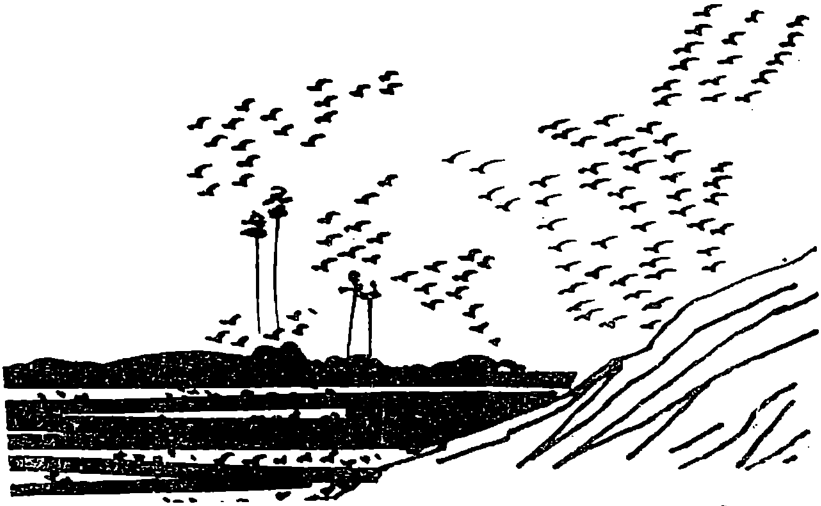

এ যে দুনিয়া- এর টিকে থাকার পিছনে রয়েছে দুনিয়ার সকল শক্তির বিরামহীন সাধনা। ধরো, একটি বীজ। আমরা তাকে জমিতে ফেলতেই তা একদিনে বিশাল গাছে পরিণত হয় না। জমিন তাকে দেয় আর্দ্রতা ও উর্বরতা। সূর্য দেয় আলো। পানি, বাতাস, দিন ও রাত সবাই তাকে দেয় দরকারী সাহায্য। সবার এই সহযোগিতাকে সম্বল করে দিনে দিনে বেড়ে বীজ হয়ে ওঠে সুবিশাল বৃক্ষ।

আমরা যে বেঁচে আছি সেও অনেকটা এরকম। দুনিয়ার সমস্ত শক্তি আমাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যদি বাতাস আমাদের অক্সিজেন না দেয় তবে মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের মরণের কোলে ঢলে পড়তে হয়। পানি, বাতাস, তাপ এক সাথে কাজে যোগ না দিলে বৃষ্টি হবে না। জমিন ও পানি মিলিত না হলে আমাদের বাগান শুকিয়ে যাবে, ফসল হবে না। আগুন ও লোহা একসাথে করতে না পারলে সামান্য একটা চাকুও বানানো যায় না। মোট কথা, আকাশ রাজ্যে যেমন রয়েছে ঘড়ির কাঁটার মতো শৃংখলা- এ ধূলির ধরণীতেও সব বস্তুর মধ্যে রয়েছে তেমনি একতা ও বন্ধুত্ব।

www.nagorikpathagar.org

এ তামাম দুনিয়া এ জন্যেই টিকে আছে যে, এর প্রত্যেকটি বস্তু শৃংখলার সাথে নিজ নিজ কাজে মাশগুল রয়েছে। আপন কাজে কেউ বিন্দুমাত্র অলসতা দেখাতে পারেনা। এমন কি অন্যের কাজে বাঁধা দেয়ার মতোও তাদের কোন শক্তি নেই।

এবার খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। এই যে বিশাল দুনিয়ার পরিচয় আমরা পেলাম তার মাঝে এমন সুনিপূণ শৃংখলা, এমন চমৎকার ঐক্য ও বন্ধুত্ব হওয়ার আসল কারণ কি? লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো দুনিয়া। হাজার হাজার বছর ধরে যেখানে গাছ-পালা, পশু-পাখি বিচরণ করছে। যুগ যুগ ধরে যেখানে বসত করে আসছে মানুষ- এই সুদীর্ঘ সময়ের মাঝে চাঁদ কখনো আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যায়নি। সূর্য আর পৃথিবীতে যুদ্ধ বাঁধেনি, দিন কখনো রাতের মধ্যে হারিয়ে যায়নি। বাতাসে পানিতে ঝগড়া বাঁধেনি। জমিন ও পানির বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি। কিভাবে এ সম্পর্ক বজায় থাকলো? দুনিয়ার সব জায়গায় এমন শৃংখলা, সুনিয়ন্ত্রণ, একতা ও বন্ধুত্ব বজায় থাকার রহস্য কি?

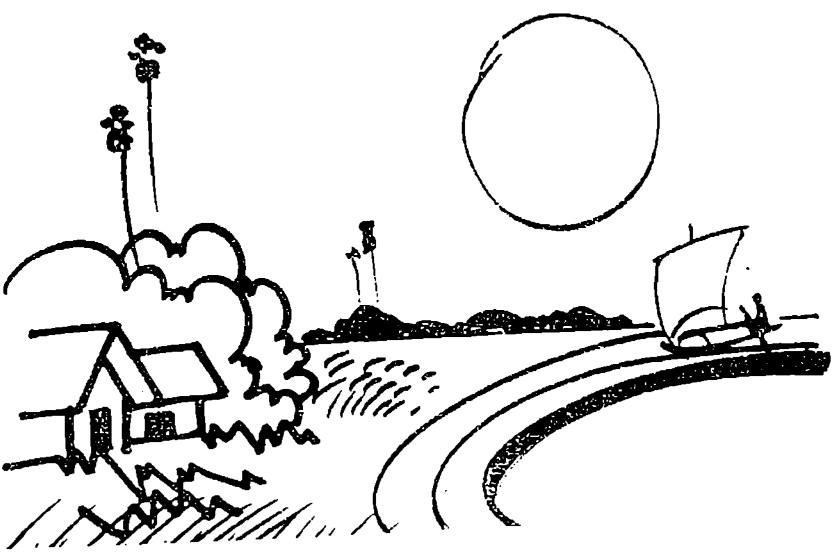

www.nagorikpathagar.org

সে রহস্যের খবর তোমাদের সবার জানা। আমার মতই তোমরাও জানো, এ বিশাল দুনিয়ার স্রষ্টা ও মালিক মাত্র একজন। তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা। তাঁর আদেশ সবাই মানে বলেই আকাশও প্রকৃতি রাজ্যে এত শান্তি-শৃংখলা। বহু খোদা তো দূরের কথা- আল্লাহ যদি মাত্র দু'জনও হতেন তাহলেও দুনিয়ার নিয়ম-নীতি কখনো সুশৃংখল ও ঠিকঠাক থাকতো না।

যেখানে সামান্য একটা নামাজের জামাতে দু'জন ইমাম হলে অশান্তি দেখা দেয়, একটা স্কুলে দু'জন হেডমাষ্টার থাকতে পারে না, একটা সেনাদলে দু'জন সেনাপতি থাকলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, সেখানে বিরাট এ দুনিয়ার সীমাহীন শৃংখলাই সাক্ষী দেয়- আল্লাহ এক। যদি সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ ছাড়া বহু খোদার হাতে এ দুনিয়া পরিচালনার ভার থাকতো তবে আসমান জমিনের এ বিরাট কারখানা নিশ্চয় অচল হয়ে যেতো।

মামুলি একটা মেশিন পরিচালনার ভার একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে না দিলে যেমন সুফল পাওয়া যায় না তেমনি দুনিয়ার এত সুন্দর কারখানা এমন চমৎকারভাবে চলছে দেখে আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের বিবেক এক বাক্যে বলে উঠে- আল্লাহ এক। তামাম জাহানের পরিচালক মাত্র তিনিই। দুনিয়ার নিখুঁত ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার তিনি একক মালিক। তিনি আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে কিছুই নেই। তাঁর শাসন আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। দুনিয়ার সব কিছুই তাঁর আদেশের অধীন। পশু-পাখি, বৃক্ষলতা, তামাম আলম তাঁরই হুকুম মেনে চলে। মানুষের জীবন-মরণও তাঁরই হাতের মুঠোয়। তিনি সর্বেসর্বা রাব্বুল আলামীন।

www.nagorikpathagar.org

নিয়মের দুনিয়া

সব কাজের একটা নিয়ম আছে। কাজের সময় নিয়ম না মানলে কাজ কখনো সুন্দর হয় না। নিয়মের অধীন দুনিয়ার সবকিছু। কিন্তু এ নিয়মটা আবার কি? কেউ যদি নতুন কোন জিনিস বানায় তবে সে বলে দেয় কিভাবে তা ব্যবহার করতে হবে। এই যে ব্যবহারের কায়দা এটাই নিয়ম বা আইন।

সময় জানার জন্য আমরা ঘড়ি ব্যবহার করি। এ ঘড়ি যিনি আবিস্কার করেছেন, ঘড়ি চালানোর কায়দাও তিনিই বলে দিয়েছেন। ঘড়ি যদি কোনদিন নষ্ট হয়ে যায় কিভাবে তা মেরামত করতে হবে, ঘড়ি চালাবার সময় কি কি নিয়ম মানতে হবে, এসব কায়দা-কানুনও তিনি সাথে সাথে ঠিক করে দিয়েছেন। ঘড়ি চালাবার এ কায়দা-কানুন ঘড়ি নির্মাতার চাইতে ভালভাবে আর কেউ বলতে পারবে না।

তেমনি একটা রেডিওর কথা ভেবে দেখো। রেডিও চালাতে হলে তাতে ব্যাটারী লাগাতে হয়। চাবি ঘুরিয়ে চালু করতে হয়। তারপর ঠিকমত স্টেশন ধরতে হয়। কিন্তু যদি রেডিওতে ব্যাটারী না লাগানো হয় তবে শতবার চাবি ঘুরিয়েও কি আমরা তা থেকে কোন কথা শুনতে পাবো? কিংবা যদি চাবি না দেয়া হয় তবে শত ব্যাটারী লাগালেও তা কি আমাদের কোন কাজে আসবে?

না, আসবেনা। কারণ আমরা রেডিও চালাবার নিয়ম মানিনা।

www.nagorikpathagar.org

মনে কর, কোন কারণে কারো ঘড়ি বা রেডিওটি হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। সে তখন কি করবে? নিজেই কি তা ঠিক করে নেবে? অথবা কোন গাড়ি মেরামতের কারখানায় পাঠাবে কি?

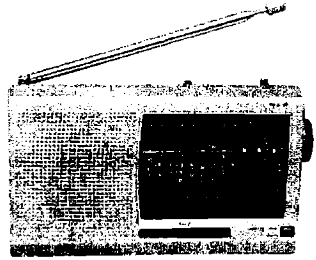

না, সে তা করবে না। সে খুঁজবে একজন ঘড়ি এবং রেডিও মেকার। কারণ, সে জানে, ঘড়ি এবং রেডিও মেরামতের মতো প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও নিয়ম-কানুন কেবল তারই জানা আছে।

এবার তোমরাই বলো, সামান্য একটা ঘড়ি বা রেডিও যদি তার স্রষ্টার নিয়ম-কানুন কেবল তারই জানা আছে।

এবার তোমরাই বলো, সামান্য একটা ঘড়ি বা রেডিও যদি তার স্রষ্টার নিয়ম-কানুন ছাড়া চালানো সম্ভব না হয়, তবে যিনি বানিয়েছেন এ বিশাল দুনিয়া, বানিয়েছেন দুনিয়ার সবকিছু, তাঁর দেয়া আইন ছাড়া কিভাবে এ দুনিয়া চালানো সম্ভব?

আরো একটি মজার কথা, যিনি ঘড়ি বা রেডিও বানিয়েছেন তাকে বলা হয় আবিস্কারক বা স্রষ্টা। আর ঘড়ি বা রেডিও হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি। ঘড়ি বা রেডিওর কাজ হচ্ছে সঠিক নিয়মে চলা। স্রষ্টা বা আবিস্কারকের কাজ হচ্ছে সেই সব নিয়ম-কানুন বলা। ঘড়ি বা রেডিও কখনো তাদের চলার নিয়ম বানায় না, অন্য কথায় বানাতে পারে না। এ ব্যাপারে তাদের যেমন কোন্ দায়িত্ব নেই তেমনি নেই ক্ষমতা বা অধিকারও। ফলে, স্রষ্টার আইন-কানুন না মেনে এক চুল এদিক-সেদিক করারও কোন সুযোগ নেই তাদের।

এবার আমাদের ভাবতে হবে দুনিয়ার কথা। ভাবতে হবে নিজেদের কথা। আমাদের বানিয়েছেন আল্লাহ। বানিয়েছেন তিনি আসমান জমিনের সবকিছু।

www.nagorikpathagar.org

চাঁদ, তারা, সূর্য, পানি, বাতাস্‌, আগুন, মানুষ, পশু সব যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি- অতএব দুনিয়ার এসব কিছুর চলার নিয়ম বলার দায়িত্বও আল্লাহর- অধিকারও আল্লাহর। শুধু দায়িত্ব আর অধিকারই নয়, দুনিয়ার সব আইন তৈরীর ক্ষমতাও কেবল আল্লাহই রাখেন।

ঘড়ি এবং রেডিও যেমন তাদের নিজেদের চলার আইন বানাতে পারে না তেমনি পারে না মানুষও। পারে না দুনিয়ার অন্য কোন প্রাণী- অন্য কোন শক্তি।

যিনি দেয় জান, তিনিই দেন আইন। জীবন দেয় যিনি, বিধানও দেন তিনি। তাই বলা যায়- আল্লাহ শুধু স্রষ্টাই নন, আল্লাহ আমাদের আইন ও বিধান দাতা। তিনিই আমাদের মালিক ও মনিব। তিনিই আমাদের শাসক ও মহান প্রভু।

দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করে আল্লাহ প্রত্যেককে বলে দিয়েছেন তাদের চলার নিয়ম। হাজার হাজার গ্রহ-নক্ষত্র কিভাবে চলবে, কখন পূর্বাকাশ ফর্সা করে উঠবে রাঙা সুরুজ, চাঁদকে কি করতে হবে, মাটি-বাতাস-পানির কি কাজ, এসব কিছু যেমন বলেছেন আল্লাহ, তেমনি বলেছেন মানুষকে কি করতে হবে।

মহাশক্তিধর আল্লাহর আইন সবাই মানে বলেই দুনিয়ার সবখানে শান্তি। প্রকৃতির রাজ্যে শান্তি বিরাজমান। শান্তিময় মহাকাশ, তামাম জাহান জুড়ে কেবল শান্তির ছায়া। শুধু শান্তি নেই মানুষের মনে, মানুষের জীবনে। মানুষের এ অশান্তির কারণ কি? কেন সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতের এ করুণ দুর্গতি- এ এক মহা জিজ্ঞাসা।

দুনিয়ার জীবন হচ্ছে পরীক্ষার জীবন। এ জন্য আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন বিবেক, দিয়েছেন বুদ্ধি। সেই সাথে দিয়েছেন

www.nagorikpathagar.org

সামান্য স্বাধীনতা। মানুষ তার এ সামান্য স্বাধীনতাটুকুর অপব্যবহার করে আল্লাহর দেয়া পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ফলে মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অশান্তি ও বিপদের পাহাড়।

যেমন ধরো, নিরিবিলি বয়ে চলা শান্ত নদীকে যদি কেউ মনে করে মহাসড়ক। আর ভাবে খুব মজা হবে এই সড়কে মোটর চালানো এবং সেই ভাবনা অনুযায়ী নদীর বুকে নামিয়ে দেয় কোন মোটর গাড়ি, নদী কি তখন সড়ক হবে? নাকি নদীর পানিতে ডুবে সে ভোগ করবে তার বোকামির ফল?

কিংবা চলন্ত ট্রেনের দরজাকে কেউ যদি তার নিজের ঘরের দরজা মনে করে পা বাড়ায় বাইরে, তা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নাকি এ ভুলের কারণে তার হাত ভাঙবে, মাথা ফাটবে, এমনকি তার জীবনও যেতে পারে।

আজকের পৃথিবীর অবস্থা অনেকটা এরকমই। আল্লাহর আইন ঠিকমত না মানার ফলে পৃথিবীতে নেমে এসেছে অশান্তির কালো ছায়া। মানুষের জীবনের সব দুঃখ, কষ্ট, অভাব, দারিদ্রের মূল কারণ আল্লাহর দেয়া এই নিয়মনীতি না মানা।

www.nagorikpathagar.org

মুক্তির পথ

কেউ যদি মনে করে এ দুনিয়ার কোন মালিক নেই, কেউ বানায়নি আসমান-জমিন, কেউ পয়দা করেনি মানুষ। মানুষ নিজেই তার স্রষ্টা। সে তার কাজের জন্য কারো কাছে দায়ী নয়। তবে তার এ ভুলের জন্য আসল অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। তবু এ পৃথিবীর মালিক আল্লাহই থাকবেন এবং মানুষ তার এক নগন্য বান্দা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তবে, প্রকৃত ব্যাপারকে ভুল বুঝার দরুণ তাকে পেতে হবে অগণিত কষ্ট ও হতে হবে বিপদের সম্মুখীন, অনেকটা বোকা মোটর চালক ও ট্রেন যাত্রীর মতই।

আজকের দুনিয়ার মানুষের অবস্থাও সেই রকম। আসল কথাই ভুলে গেছে মানুষ। মানুষ ভুলে গেছে আল্লাহ তাকে এ দুনিয়ার খলিফা করে পাঠিয়েছেন। তাকে তিনি বলে দিয়েছেন কিভাবে এ জগতে চলতে হবে। কি কি কাজ তার করা উচিত, কোন কাজ তার ক্ষতির কারণ, এই সব কিছু। অথচ মানুষ তা একেবারেই ভুলে গেছে। ফলে, পদে পদে সে সম্মুখীন হচ্ছে। সীমাহীন বিপদের।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে- আল্লাহ কারো মনগড়া খোদা নন। কেউ মানুক আর নাই মানুক, খোদা; খোদাই। কারো মানা না মানার অপেক্ষা তাকে করতে হয় না। আসমান-জমিনের সবকিছুই তাঁর হুকুমের তাবেদার। এমনকি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাঁর হুকুমের অধীন। আমরা কখনো নাক দিয়ে খাই না, চোখ দিয়ে হাঁটি না। কানকে ব্যবহার করতে হয় শোনার কাজে, পা-কে হাঁটার কাজে। তাই কেউ মানুক আর না-ই মানুক, খোদার খোদায়ী তাঁর আপন মহিমায় মহিয়ান। আমরা যদি আমাদের

www.nagorikpathagar.org

চলনে-বলনে, আমাদের কাজ-কর্মে তাঁর হুকুম মেনে চলি, তাঁর দেয়া নিয়ম-কানুন জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চলি, তবে খোদার দেয়া এ আইন মেনে নেয়ার দরুণ আমাদের জীবন সুখে-শান্তিতে, আনন্দ-সফলতায় নিশ্চিতরূপে ধন্য হবে, সার্থক হবে। আর মুক্তির আনন্দে হেসে উঠবে তামাম জাহান।

যদি দুনিয়ার আইন আল্লাহর আইনের অনুরূপ হয় তাহলে সে আইন মেনে নেয়া যেতে পারে। আর যদি তা না হয়? যদি দুনিয়ার আইন আল্লাহর আইনের বিরোধী হয় তবুও কি সে আইন মেনে নেয়া যায়?

না, তা মানা যায় না। যেহেতু দুনিয়ার মানুষ আজকে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেদের চলার আইন বানিয়ে নিয়েছে, তাই দেখা দিয়েছে চারদিকে অশান্তি। মানুষের তৈরী আইন বা মতবাদকে বাদ দিয়ে যতদিন পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর আইনকে সর্বত্র চালু না করবে ততদিন এ অশান্তি দূর হবে না। একটি সুখী সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য তাই দরকার আল্লাহর আইনকে আঁকড়ে ধরা। যদি আমরা তা পারি তবেই এ অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আর মানুষের মুক্তির এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ।

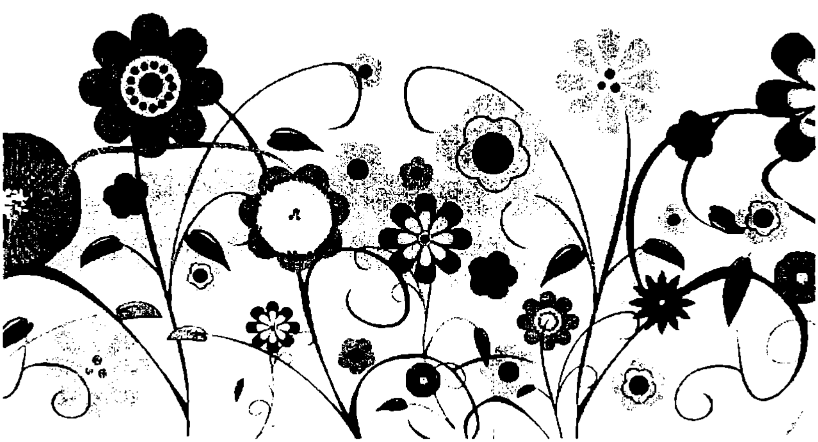

www.nagorikpathagar.org

আইনের কথা

তোমরা তো সবাই ঘড়ি দেখেছো। এর কাজ সঠিক সময় নির্দেশ করা। ঘড়ি যত দামীই হোক, তা যদি সঠিক সময় না দেয় তবে তাতে কোন ফায়দা নেই। তেমনি একটা কলম আমরা এ জন্যই তৈরী করি যেন তা আমাদের লেখার কাজে সাহায্য করে।

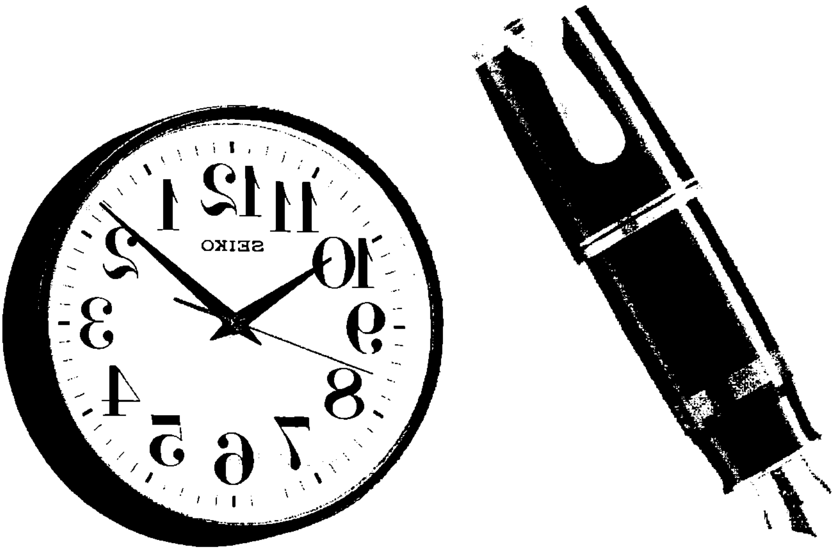

ঘড়ি এবং কলম তৈরী করে মানুষ। আর ঘড়ি কলম মানুষের ইচ্ছা পূরণ করে। মানুষের ইচ্ছা পূরণ ছাড়া সে সবের আর কোন কাজ নেই। তেমনি মানুষকে যিনি পয়দা করেছেন তার ইচ্ছা পূরণই মানুষের একমাত্র কাজ। আর তিনি মানুষকে শুধু পয়দাই করেননি, তিনি মানুষের মনিব এবং শাসকও। অতএব তাঁর হুকুম পালনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানব জীবনের সফলতার চাবিকাঠি।

আল্লাহ বলেন, "জীন ও ইনসানকে আমি পয়দা করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।" আল্লাহর এ হুকুম অত্যন্ত পরিস্কার।

www.nagorikpathagar.org

কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। আমরা যদি আল্লাহর এ আদেশ মেনে চলি তবেই আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর এবং সার্থক।

এবার আরো একটা কথা বুঝে নেয়া দরকার। ঘড়ি যদি সঠিক সময় না দেয় তবে তাকে বলা হয় নষ্ট ঘড়ি। কলম যদি কাজ না করে তবে বলা হয়, কলমটি খারাপ হয়ে গেছে। তেমনি যে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করে না তাকে বলা যায় খারাপ মানুষ। নষ্ট ঘড়ি বা কলম যেমন মানুষের কোন কাজে লাগে না তেমনি খারাপ মানুষও সমাজের কোন উপকারে আসে না।

ঘড়ি বা কলম খারাপ হলে আমরা চেষ্টা করি তাকে ভালো করার। কিন্তু কোন মতেই যদি তা ভাল করা না যায় তবে তা ফেলে দিই ময়লার ঝুড়িতে। এখন বলো, সমাজের খারাপ লোকগুলোকে যদি কোন মতেই ভালো করা না যায় তবে এদের দিয়ে সমাজের বা মানুষের কী উপকার হবে? তোমরা নিশ্চয় বলবে, এদের দিয়ে সমাজের কোন লাভ হতে পারে না। এরা সমাজের কলঙ্ক বা বোঝা।

সুখী সুন্দর সমাজ গড়তে হলে এ কলঙ্ক বা বোঝা দূর করা দরকার। কিন্তু কিভাবে সমাজ থেকে এ ধরনের খারাপ লোকদের দূর করা যায়? মনে মনে খারাপ ভাবলেই কি তারা খারাপ কাজ বন্ধ করবে? না, তাই যদি করতো তবে সমাজে খারাপ কাজ থাকতো না। এ জন্য এমন কিছু করা দরকার যাতে সমাজ থেকে খারাপ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সে কাজটা কি?

প্রথমত: যারা খারাপ কাজ করে তাদেরকে এর পরিণতি বা মন্দ ফল সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে। হয়তো এতে করে অনেকেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু কথায় বলে "চোরা না শোনে ধর্মের

www.nagorikpathagar.org

কাহিনী।" যদি তাই হয় তখন কি করা যাবে? তখন দরকার শাস্তির। সব ভালো লোকগুলো যদি তখন এক হয়ে যায় এবং এক সাথে মন্দ কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন স্বাভাবিকভাবেই খারাপ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা জানি 'একতায় বল'। সমাজকে ভাল করার জন্য তাই ভালো লোকদের একতাবদ্ধ বা সংগঠিত হতে হবে। ঘরের এক কোণে আগুন লাগবে সে আগুন যেমন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি খারাপ কাজের প্রবণতাও দ্রুত সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তাই আমাদের এক মুহূর্তও বসে থাকার সুযোগ নেই। এখন থেকেই আমাদের সচেতন হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সৎ মানুষের এক দুর্জয় কাফেলা। যারা জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য। কারণ তারা জানে, এ পথেই রয়েছে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ।

পবিত্র কোরআনে সে জন্যই মানুষকে ডেকে বলে; 'তা'মুরুনা বিল মা'রুফী ওয়াতান হাওনা আনিল মুনকার।' অর্থাৎ 'তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখো।'

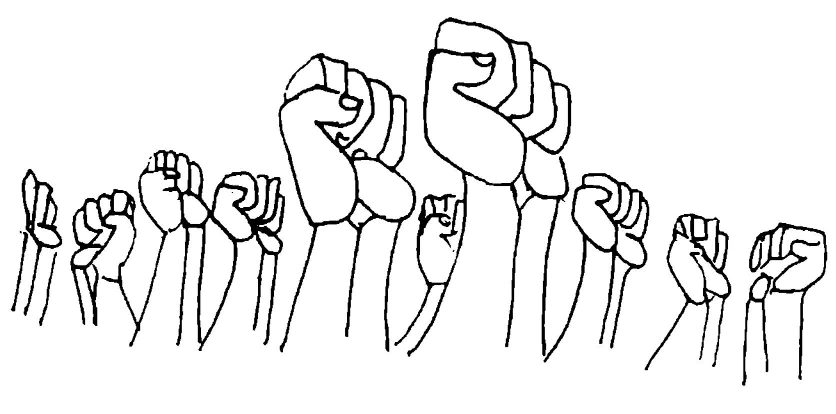

www.nagorikpathagar.org

অন্য রকম আদালত

কাজীর বিচারের গল্প অনেকেই শুনেছো। এই কাজী কাদের বলা হতো জানো? যারা খারাপ কাজ করে সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালাতো তাদের যারা বিচার করে শাস্তি দিত তাদের বলা হতো কাজী। এতে করে অন্যায় ও খারাপ কাজ করতে ভয় পেতো মন্দ লোকেরা। সমাজে ফিরে আসতো শান্তি।

অনেক দিন আগেও যেমন খারাপ লোকদের বিচার হতো, আজো তেমনি হয়। এখন যারা বিচারের কাজ করেন তাদের বলা হয় বিচারপতি, হাকীম বা বিচারক। যেখানে এ বিচার কার্য সমাধা হয় তাকে বলা হয় কোর্ট বা আদালত। সবাই জানে, যারা দেশের আইন বিরোধী কাজ করে, অন্যায় ও খারাপ কাজ করে, তাদের বিচার হয় এখানে।

আমরা জানি, এ বিশাল দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। তার রাজ্যে যারা তার আইনকে অমান্য করবে তাদের জন্যও রয়েছে তেমনি এক আদালত। এ আদালতে বিচারক থাকবেন আল্লাহ নিজে। এ জন্যই তাকে বলা হয়- 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন- বিচার দিনের মালিক।' কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ বিচার করবেন তখন সেখানে কোন উকিল মোক্তার থাকবে না। তার হুকুম ছাড়া কেউ কারো জন্য কোন সুপারিশ করতে পারবে না। আল্লাহর বিচার হবে ইনসাফের বিচার। দুনিয়ার প্রতিটি কাজের হিসাব হবে সেদিন। ভাল কাজের জন্য দেয়া হবে পুরস্কার আর

www.nagorikpathagar.org

পাপের জন্য শাস্তি। সেদিন কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। কোন গোপনই আর গোপন থাকবে না। ক্যাসেটে যেমন আমরা মানুষের কথা ও সুরকে ধরে রাখতে পারি, টেলিভিশনে যেমন মানুষ যা করে হুবহু তাই ভেসে উঠে, তেমনি আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ হাশরের মাঠে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারো, দুনিয়াতেই তো বিচার হচ্ছে, তবে আখেরাতের এ আদালতের দরকার কি? দরকার এ জন্য যে, সব অপরাধীরই দুনিয়াতে বিচার হয় না। এমন অনেক অপরাধী থাকে দুনিয়ার আদালত কোন দিন যাদের নাগাল পায় না।

দ্বিতীয়ত: মিথ্যা সাক্ষী ও অন্যান্য কারণে একজন অপরাধী হয়তো তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারে।

তৃতীয়ত: অনেক সময় অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। যেমন, একজন লোক যদি পনেরজন লোককে খুন করে ফেলে তবে তার শাস্তি বড়জোর ফাঁসি হয় না। তবে পনেরটি প্রাণের বিনিময়ে পনেরবার তার ফাঁসি হতে পারে না। অথচ পনেরটি প্রাণের বিনিময়ে পনেরবার তাকে ফাঁসি দেয়া সম্ভব নয়।

চতুর্থত: দুনিয়ার আদালতের বিচার আল্লাহর আইনে না-ও হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর আদালতে তাঁর আইন অনুযায়ীই বিচার হবে। সবচেয়ে বড় কথা- আল্লাহ্ তো মানুষকে এ দুনিয়ায় পরীক্ষার জন্যই পাঠিয়েছেন। অতএব, এ পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই তিনি দান করবেন। আর আমাদের কর্মের উপরই নির্ভর করবে তার ফলাফল। আমরা যদি মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তি লাভ করতে চাই তবে একমাত্র আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ীই আমাদের চলা উচিত। নতুবা দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট যেমন আমাদের নিত্য সাথী হবে তেমনি হাশরের কঠিন ময়দানেও আল্লাহ আমাদের অপরাধী বলে পাকড়াও করবেন- যখন আর নিস্তার পাবার কোন পথ থাকবে না। আমাদের কি উচিত নয়, সে পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা?

www.nagorikpathagar.org

ভিন্ন রকম কারাগার

কেউ বলে জিন্দানখানা, কেউ বলে কয়েদখানা, কেউ বলে জেলখানা, কেউ বলে কারাগার। জিনিস একটাই, শুধু ভিন্ন নামে ডাকা। এবার সে কারাগার দিয়েই কথা। তবে এমন এক কারাগার- কেউ কোনদিন যা দেখেনি। পৃথিবীর মাত্র একজন মানুষ মৃত্যুর আগে সে কারাগার দেখেছিলেন। সেখানে তিনি যা দেখেছিলেন সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। শুনলে গা শিউরে ওঠে। বুক ধড়ফর করে। অথচ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষ সে কারাগারের খবর জানে। জানে, কারা সে কারাগারের অধিবাসী, সেখানে কি কি শাস্তি দেয়া হয়, সবকিছু।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে বহু কারাগার আছে। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার ছাড়াও বিভিন্ন জেলা বা মহকুমা সদরে হয়তো তোমরা কারাগার দেখে থাকবে। কারাগার হচ্ছে অপরাধীদের শাস্তিদান কেন্দ্র। চোর, ডাকাত, খুনী, যারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এ ধরনের লোকদের শাস্তি দেয়া হয় এখানে। তা ছাড়া যারা সরকারের আইন-কানুন মানে না, সরকার বিরোধী সে সব লোকদেরও কারাগারে আটকে রাখা হয়। বিভিন্ন ধরনের অপরাধীরা বিভিন্ন শাস্তি পায়। পৃথিবীতে এমন একটা সরকারও পাওয়া যাবে না, যে সরকার আইন অমান্যকারী বা সরকার বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য কারাগার ব্যবহার করে না। পৃথিবীর রাজা, বাদশাহ বা কোন সরকারই তার বিরোধিতা বরদাশত করতে পারে না। ফলে, সরকার বিরোধীদের জীবনে নেমে আসে জেল, জুলুম। সরকারের কোপানলে পড়ে তাদের ভোগ করতে হয় অমানুষিক নির্যাতন। অনেকটা আমাদের জানা কারাগারের মতোই সে কারাগার। নাম তার 'দোযখ'।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর রাজ্যে যারা তার হুকুম মানে না, তার দেয়া আইন অনুযায়ী চলে না- তাদের জন্য এ কারাগার। কয়েদীরা যেখানে কেবল শাস্তিই পাবে, কোন অবস্তায়ই নিস্তার নেই। অনাদি অনন্তকাল তারা ভোগ করবে সে শাস্তি। এর কোন যতি নেই, ইতি নেই, শেষ নেই, সীমা নেই।

নাফরমান বান্দাদের জন্য আল্লাহ তৈরী করেছেন সাতটি মস্ত দোযখ। এর কোনটিতে আছে প্রজ্জ্বলিত আগুন, কোনটিতে তুহীন বরফশীলা, কোথাও পূঁজ আর দূষিত রক্তে ভরা নদী। এগুলোই পাপীদের আবাস্থল। তোমরা কি চাও এমন নিকৃষ্ট স্থান পরকালের জীবনে বরাদ্দ থাকুক তোমাদের জন্য? অথবা তোমার ভাই, বন্ধু, পড়শীরা অনাদিকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকুক? যদি না চাও তবে মনে রেখো- দুনিয়ার সফলতাই আসল সফলতা নয়, আখেরাতের মুক্তিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। আখেরাতের এই মুক্তি আসতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের মাধ্যমে। আর এ রেজামন্দি হাসিল করা যায় পৃথিবীতে তার দ্বীন কায়েমের চেষ্টার মাধ্যমে।

www.nagorikpathagar.org

অন্তহীন পুরস্কার

ভাল কাজের ভাল ফল মন্দ কাজের মন্দ ফল। দুই আর দুই যোগ করলে চার না হয়ে যেমন উপায় নেই- এও ঠিক তেমনি। তাই কথায় বলে, যেমন কর্ম তেমন ফল।

স্কুলে যেমন আমাদের প্রতি বছর পরীক্ষা দিতে হয় আর পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ছাত্রজীবনের সফলতা বা বিফলতা। পরীক্ষা ভাল হলে পাওয়া যায় উপরের ক্লাসে প্রমোশন। তখন আব্বা-আম্মা আদর করেন, আত্মীয়-স্বজন খুশী হন, শিক্ষকরা বাহবা দেন। পরীক্ষার সফলতাই তখন আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করে তোলে- আনন্দময় ও মধুর করে তোলে।

মানুষের দুনিয়ার জিন্দেগীও তেমনি এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। আল্লাহ মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে এ জন্যই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন কারা তার খাঁটি বান্দা। আল্লাহর এ পরীক্ষা দুনিয়ার পরীক্ষার মত কোন সাধারণ পরীক্ষা নয়। এ এক মহা পরীক্ষা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে এ পরীক্ষা দিতে হয়। একবার ফেল করলে দ্বিতীয়বার এ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ আর কোন দিন আসে না। এ পরীক্ষা যেমন কঠিন এর ফলাফলও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ পরীক্ষাই জীবনের আসল পরীক্ষা, চূড়ান্ত পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় যিনি সফল, নিঃসন্দেহে তার জীবন সফলকাম। আর এ পরীক্ষায় যিনি সফল হতে পারেননি, দুনিয়ায় তিনি যত বড়ই হোন, যত সফলতাই লাভ করুন, তবু তার মত ব্যর্থ আর কেউ নেই।

দুনিয়ার পরীক্ষায় ফেল করলে যেমন নেমে আসে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, শাস্তি ও অপমান, পাশ করতে পারলে পাওয়া যায় শ্রদ্ধা,

www.nagorikpathagar.org

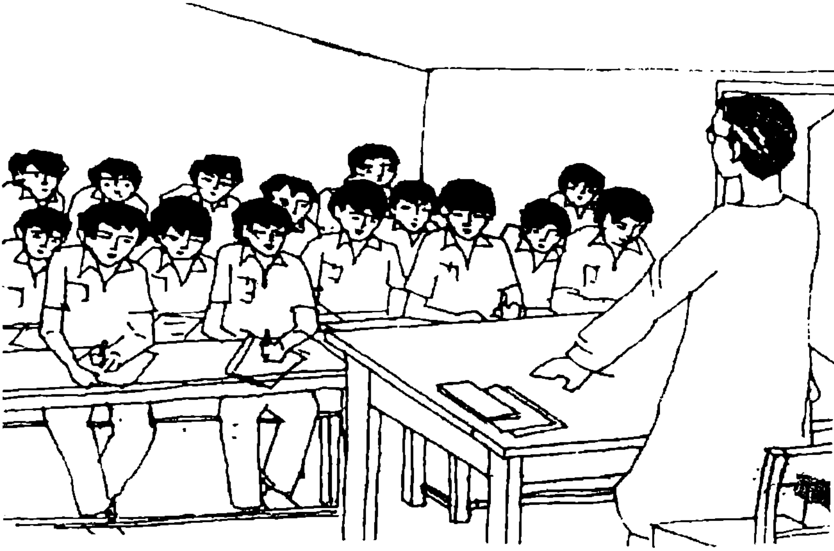

বাহবা, পুরস্কার- তেমনি আল্লাহর পরীক্ষায় যারা ফেল করে, শাস্তি স্বরূপ তারা পায় দোযখের সীমাহীন কষ্ট। আর এ মহা পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে পাওয়া যায় মস্ত পুরস্কার, পাওয়া যায় বেহেশতের অফুরন্ত সুখ, শান্তি আর আনন্দ। দোজখের কষ্টের যেমন শেষ নেই তেমনি বেহেশতের সুখেরও নেই সীম-পরিসীমা। দুধের মত সাদা আর মধুর মত মিষ্টি পানি থাকবে বেহেশতীদের জন্য। থাকবে নদীর কলতান। মনিমুক্তো, হীরা জহরত খচিত সুরম্য প্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাবে পানির নহর। সুন্দরী হুর পরীরা থাকবে তাদের সেবার জন্য। সেখানে কোন অভাব থাকবে না। না চাইতেই মানুষ পেয়ে যাবে তার প্রয়োজনীয় সবকিছু। থাকবে সুস্বাদু ফল-মূল। বেহেশতের সীমাহীন সুখের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। কিন্তু বেহেশত পেতে হলে আমাদের করতে হবে নেক আমল, ছাড়তে হবে পাপের পথ। মনে রাখতে হবে, এ দুনিয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ। আমরা তাঁর সামান্য গোলাম মাত্র। তাঁর হুকুম মেনে চললেই আমরা বেহেশতের আশা করতে পারি।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মধ্যে কেবল আখেরাতের মুক্তিই নিহিত হয়- দুনিয়ার শান্তিরও চাবিকাঠি আল্লাহর আইন। এ পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে হলে আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী করতে হবে। এ কাজ সহজসাধ্য নয়। তবু এই-ই যেহেতু শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ-তাই, এ কাজের জন্য আমাদের নিতে হবে কঠিন শপথ। গড়ে তুলতে হবে সৎ মানুষের দুর্জয় কাফেলা। সমস্ত অন্যায় আর অশান্তি দূর করার জন্য জীবন-মরণ পণ করে দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কেননা, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল আমরা একটি সুখী সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবো।

কেবল আল্লাহর দেয়া পথেই রয়েছে মুক্তি- রয়েছে, শান্তি। এ পথেই রয়েছে সমস্ত সুন্দর আর কল্যাণ। তাই এসো, হাতে হাত রেখে, আজ এগিয়ে যাই সুন্দর আর কল্যাণের পথে, সত্যের পথে, শান্তির পথে, মুক্তির পথে- সুখী সুন্দর স্বপ্নীল এক পৃথিবী গড়ার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

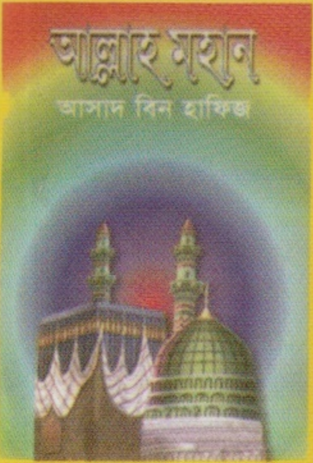

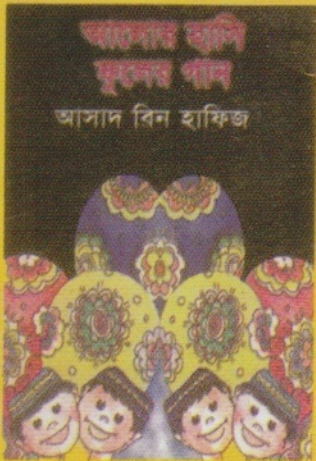

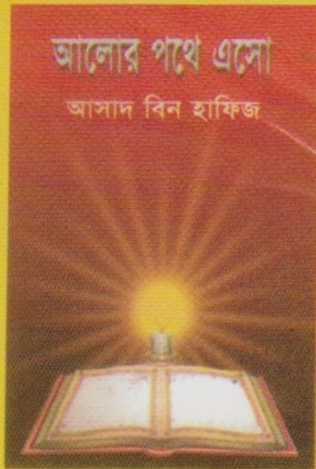

মেধা বিকাশ প্রকাশন
ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
মোবা: ০১৭১১১২৮৫৮৬, E-mail: aislam1217@gmail.com